শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

গণেশ লালওয়ানী

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

গণেশ লালওয়ানী

জৈন ভবন : কলিকাতা

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

গণেশ লালওয়ানী

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

জৈন ভবন

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮০

প্রকাশক : শ্রীকান্তিলাল শ্রীমাল

জৈন ভবন : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ চিত্রণ : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

পরিবেশক : অভিজিৎ প্রকাশনী

৭২/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম : তিন টাকা

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সমস্ত সংসারকে
আলোক প্রদানকারী
নির্মল সূর্য
উদিত হয়েছে
সেই সূর্য
সমস্ত প্রাণীকে
আলোকিত করবে।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

Winternitz প্রমুখ মনীষীরা জৈন আগম সাহিত্যকে 'dry as dust' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। যেখানে শ্রমণ জীবনের দৈনন্দিন আচার আচরণের কথা বলা হয়েছে সেখানে খানিকটা নিরসতা আসা স্বাভাবিক কিন্তু তাই দিয়ে সমগ্র জৈন আগম সাহিত্যের বিচার করা যাবে না। অলঙ্কার উপমাদি ছাড়াও বিষয়ের উপস্থাপন, বাস্তবানুগ বর্ণন ও কথোপকথনের রীতির প্রয়োগ সেই সাহিত্যে এমন এক অভিনবত্ব এনে দিয়েছে যা সহৃদয় পাঠকের মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

'শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা'র এইটীই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

• ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সূচীপত্র

•

দুই জীবন : দুই আদর্শ ১

মনুষ্যজন্ম দুর্লভ ৬

জীবন অনিশ্চিত ১১

ব্রত সম্পন্নই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক ১৯

সংসার দুঃখময় ২৮

আত্মাই আত্মার রক্ষক ৩৫

আত্মজয় শ্রেষ্ঠ জয় ৪২

আমার জীবন আমার বাণী ৫৩

বীর স্তব ৬৩

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

দুই জীবন ঃ দুই আদর্শ

মিথিলাধিপতি রাজা নমি
অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে
স্বর্গসুখ অনুভব করে
আনন্দে কাল ব্যতীত করতেন।

তারপর একসময়
মোহ উপশান্ত হলে
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

নমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে
এককালে সমগ্র মিথিলায়
করুণ কোলাহল উত্থিত হল।

দেবরাজ ইন্দ্র
তখন ব্রাহ্মণ বেশে
নমির কাছে উপস্থিত হয়ে
বললেন ঃ রাজর্ষি,
আগুন ও বাতাসে
আপনার প্রাসাদ যখন
দগ্ধ হচ্ছে
তখন অন্তঃপুরিকাদের
আপনি কেন রক্ষা করছেন না ?

নমি প্রত্যুত্তর দিলেন ঃ
ব্রাহ্মণ,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আমার বলতে কিছু নেই,
তাই আমি সুখে আছি,
সুখে জীবন ধারণ করছি,
মিথিলা দগ্ধ হলে
আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগী শ্রমণের
প্রিয় অপ্রিয় কিছু থাকে না।

যার পরিগ্রহ নেই, যার গৃহ নেই,
যে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে
একত্ব ভাবনায় যার হৃদয়
পরিপূর্ণ,
সে সর্বদাই সুখে সংলীন থাকে।

ইন্দ্র বললেন ঃ রাজন্,
সুদৃঢ় অর্গল ও দ্বার যুক্ত প্রাকার,
অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ
প্রাকারোপরস্থ প্রকোষ্ঠ,
পরিখা ও শতঘ্নী দিয়ে
নগর পরিবেষ্টিত করে
আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন।

নমি বললেন ঃ ব্রাহ্মণ,
শ্রদ্ধাই নগর, ক্ষমা প্রাকার,
তপ ও সংবর দ্বার ও অর্গল,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কায়িক, বাচিক ও মানসিক
ত্রিবিধ গুপ্তি
প্রাকারোপরস্থ প্রকোষ্ঠ,
পরিখা ও শতঘ্নী,
ধর্মকার্যে পরাক্রমই ধনু,
ঈর্যা প্রভৃতি সমিতি জ্যা
ধৈর্য মুষ্টি, সত্য স্নায়ু, তপ তীর ;
তপ রূপ নারাচ দিয়ে
কর্মরূপ শত্রুবর্ম বিদারণ করে
যিনি আত্মার ওপর
জয় লাভ করেন,
তিনি সংসার হতে মুক্ত হন।

ইন্দ্র বললেন ঃ ক্ষত্রিয়,
বলপূর্বক লুণ্ঠনকারী
দস্যু, তস্কর, চোর,
এদের হাত হতে নগর
রক্ষা করে
আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন।

নমি বললেন ঃ ব্রাহ্মণ,
সংসারে মানুষ
নিরপরাধকেই
সাধারণতঃ দণ্ড দেয়,
যে দোষ করেনি
সেই ধৃত হয়,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

যে দোষ করেছে
সে ধৃত হয় না,
তাই আমি
নিশ্চয় করে কিভাবে
দস্যু, তস্কর ও চোরকে
দণ্ড দিতে পারি ?

ইন্দ্র বললেন : ক্ষত্রিয়,
যারা আজো আপনার
বশ্যতা স্বীকার করেনি
তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে
আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন।

নমি বললেন : ব্রাহ্মণ,
দুর্জয় সংগ্রামে
যে সহস্র সহস্র শত্রুর ওপর
জয়লাভ করে
তার চাইতে যে
নিজের ওপর জয়লাভ করে
সেই শ্রেষ্ঠ।
বাইরের শত্রুর সঙ্গে
যুদ্ধ করে কি লাভ ?
নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করো ;
আত্মা দিয়ে আত্মাকে
যিনি জয় করেন
তিনি অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ইন্দ্র তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে
নিজের বেশ ধারণ করলেন।
তারপর নমিকে সম্বর্দ্ধিত করে
বললেন : রাজন্,
আপনার ক্রোধ নির্জিত হয়েছে,
মান পরাভূত,
মায়া নিরাকৃত,
লোভ বশীভূত।

আশ্চর্য সুন্দর আপনার সরলতা,
আশ্চর্য সুন্দর আপনার দয়ালুতা,
আশ্চর্য সুন্দর আপনার ক্ষমা,
আশ্চর্য সুন্দর আপনার নির্লোভতা।

নমি প্রব্রজ্যা। উত্তরাধ্যয়ন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

মনুষ্যজন্ম দুর্লভ

সৌরপুরে
সমুদ্র বিজয় নামে
এক রাজা ছিলেন।
তাঁর অরিষ্টনেমি নামে
এক পুত্র ছিল।

অরিষ্টনেমির জন্য
তিনি উগ্রসেন কন্যা
রাজীমতীকে প্রার্থনা করেন।

অরিষ্টনেমি যখন
বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হন
তখন ভয়ার্ত পশুদের
আর্তনাদ শুনতে পান।

তাদের বিবাহে উপস্থিত
রাজন্যবর্গের আহারের জন্য
হত্যা করা হবে শুনে
অরিষ্টনেমি
সেখানেই নির্বেদ প্রাপ্ত হন
ও বিবাহ-মণ্ডপ পরিত্যাগ করে
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

অরিষ্টনেমি
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন শুনে

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

রাজীমতীও
সংসার পরিত্যাগ করেন।

•

একদিন সাধ্বী রাজীমতী
ভগবান অরিষ্টনেমিকে
বন্দনা করবার জন্য
রৈবতক পর্বতের দিকে যাচ্ছিলেন।

পথে সহসা বৃষ্টি নামায়
পথ-পার্শ্বস্থ একটি পর্বত গুহায়
তিনি আশ্রয় নিলেন।

বর্ষণ জন্য গুহা অন্ধকার থাকায়
ও কাউকে পরিদৃষ্ট না হওয়ায়
রাজীমতী আর্দ্র চীবর
শরীর হতে খুলে নিয়ে
মাটিতে মেলে দিলেন।

রাজীমতীর অনাবৃত দেহ দেখে
গুহার পেছন ভাগে অবস্থিত
রথনেমির চিত্ত বিচলিত হল।

তিনি আসন পরিত্যাগ করে
রাজীমতীর দিকে এগিয়ে গেলেন
ও বললেন ঃ শুভ্রে,
আমি রথনেমি,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তুমি আমাকে ভজনা কর,
আমি তোমাকে দুঃখ দেব না।
এসো,
আমরা বিষয় সুখ-ভোগ করি,
কারণ মনুষ্য জন্ম দুর্লভ ;
বিষয় সুখ ভোগ করে
পরে জিনমার্গ
অবলম্বন করব।

রথনেমিকে
তাঁর দিকে আসতে দেখে
রাজীমতী
দু'হাতে বক্ষদেশ আবৃত করে
মাটিতে বসে পড়েছিলেন ;
এখন সেই চীবর তুলে নিয়ে
সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে
তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ালেন
ও বললেন ঃ
রথনেমি,
তুমি যদি রূপে বৈশ্রবণ হও,
লালিত্যে নলকুবের,
এমন কি স্বর্গাধিপতি
পুরন্দরও হও না কেন,
তবু আমি তোমাকে কামনা করি না।

হে অপযশঃকামী,
তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ;

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কারণ একজন যা বমন করেছে
তুমি তাই গ্রহণ করতে উৎসুক।
ধিক্!

আমি ভোগ রাজকন্যা,
তুমি অন্ধক বৃষ্ণিবংশ-জাত,
কুলের কথা মনে রেখে
আমাদের গন্ধন জাতীয়
সর্পের মতো হওয়া উচিত নয়।

নারীদেহ দেখা মাত্রই
তুমি যদি বিচলিত হও,
তবে হঠ জাতীয় তৃণের মতো
কোনদিনই স্থিরতা লাভ করবে না।

গোপ বা রক্ষক
যেমন গবাদি পশু বা ধনের
অধিকারী হয় না,
তুমিও তেমনি কেবল
বাহ্য সাধুবেশ
ধারণ করে থাকবে,
মোক্ষলাভের অধিকারী হবে না।

হস্তী যেমন অঙ্কুশবিদ্ধ হয়ে
স্থির হয়,
রথনেমিও তেমনি

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

রাজীমতীর উপদেশবাক্য শুনে
সংযমে অবস্থিত হলেন
ও কায় মনঃ বাক্যে
জাবজ্জীবন জিতেন্দ্রিয় ও
দৃঢ়ব্রত হবার সঙ্কল্প নিয়ে
সেই গুহা হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

রথনেমীয় । উত্তরাধ্যয়ন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

জীবন অনিশ্চিত

ভগবান অরিষ্টনেমি
গ্রামানুগ্রাম বিচরণ করতে করতে
একবার ভারবীতে এসে উপস্থিত হলেন।

ভারবীর রাজপুত্র গৌতম
তাঁর আসবার খবর পেয়ে
তাঁর প্রবচন শুনতে গেল।

প্রবচন শুনে সে শ্রদ্ধান্বিত হল
ও ভগবান অরিষ্টনেমিকে
প্রণাম ও প্রদক্ষিণা দিয়ে বলল ঃ ভগবন্,
নির্গ্রন্থ প্রবচন আমার শ্রেয়ঃ মনে হয়েছে,
নির্গ্রন্থ প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে,
নির্গ্রন্থ প্রবচন আমি গ্রহণ করেছি।
হে দেবানুপ্রিয়,
পিতামাতার আদেশ নিয়ে এসে
আমি শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করব ;
তাঁদের যদি অনুমতি লাভ করি
তবে আপনি প্রতিবন্ধ করবেন না।

এই বলে গৌতম
পিতামাতার কাছে গেল
ও তাঁদের প্রণাম ও প্রদক্ষিণা দিয়ে বলল ঃ
পিতা, আমি আজ

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনতে গিয়েছিলাম,
নির্গ্রন্থ প্রবচন আমার শ্রেয়ঃ মনে হয়েছে,
নির্গ্রন্থ প্রবচন আমার প্রেয় মনে হয়েছে,
নির্গ্রন্থ প্রবচন আমি গ্রহণ করেছি।

সেকথা শুনে পিতা অন্ধকবৃষ্ণি বললেন ঃ
পুত্র, তুমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শ্রবণ করেছ,
নির্গ্রন্থ প্রবচনে তোমার শ্রদ্ধা হয়েছে,
নির্গ্রন্থ প্রবচন তুমি গ্রহণ করেছ,
পুত্র, তুমি কৃতকৃত্য হয়েছ,
তুমি ধন্য হয়েছ।

সেকথা শুনে গৌতম বলল ঃ
পিতা, তবে আমায় আদেশ দিন
কেশোৎপাটন করে
আমি শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করি।

গৌতমের মুখে
শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশের কথা শুনে
মা ধারিণী দুঃখিতা হলেন।
চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে
তিনি বললেন ঃ পুত্র,
তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান,
তোমার তিলমাত্র বিরহ আমাদের অসহ্য।
তাই যতদিন আমরা বেঁচে আছি
ততদিন সংসারে থাক,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সাংসারিক সুখ ভোগ কর,
তারপর আমরা গত হলে
সংসার পরিত্যাগ করে
যথাসুখ শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ কোরো।

সেকথা শুনে গৌতম বলল : মা,
তুমি যা বলছ তা সেইরূপই,
কিন্তু কেউ কী বলতে পারে
কার মৃত্যু আগে হবে, কার পরে ?
জীবন যখন অনিশ্চিত,
যখন কিছুরি কোনো স্থিরতা নেই,
তখন অযথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।
তুমি আদেশ দাও,
আমি কেশোৎপাটন করে
শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করি।

সেকথা শুনে ধারিণী বললেন,
পুত্র, তোমার ঘরে উদ্ভিন্ন-যৌবনা
সুন্দরী স্ত্রীরা রয়েছে,
তুমি তাদের কিভাবে পরিত্যাগ করবে ?
তাদের সঙ্গে তাই পার্থিব সুখ
উপভোগ কর,
তারপর ভোগ হতে উপশান্ত হয়ে
শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ কোরো।

গৌতম বলল : মা,
তুমি যা বলছ তা সেইরূপই,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কিন্তু জীবন যখন অনিশ্চিত,
পার্থিব সুখ যখন অশুচি ও অনিয়ত,
তখন অযথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।
তাছাড়া কেউ কী বলতে পারে,
কার মৃত্যু আগে হবে, কার পরে ?
তাই আদেশ দাও
কেশোৎপাটন করে
শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করি।

এর প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে ধারিণীর
চোখের জলে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হল।
তাই দেখে অন্ধকবৃষ্ণি বললেন ঃ
পুত্র, তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,
উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ,
যে ধন রত্ন ও ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছেন,
সেই ঐশ্বর্য তুমি ভোগ কর।
সেই ভোগ হতে উপশান্ত হয়ে
তারপর শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করো।

গৌতম বলল ঃ পিতা
আপনি যা বলছেন তা সেইরূপই,
কিন্তু ঐশ্বর্য অস্থির,
এই আছে এই নেই।
ঐশ্বর্য তস্কর অপহরণ করতে পারে,
অগ্নি দগ্ধ করতে পারে,
স্বজনগণ তা হতে আমায় বঞ্চিত করতে পারে,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তাছাড়া যা একদিন পরিত্যাগ করে যেতে হবে
তা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।
পিতা, তাই আদেশ দিন
আমি কেশোৎপাটন করে
শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করি।

যখন অনুকূল উপসর্গে
গৌতমকে নিবৃত্ত করা গেল না,
তখন অন্ধকবৃষ্ণি
শ্রমণ-জীবনের কঠোরতার কথা বলে
তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন।
বললেন ঃ পুত্র,
নির্গ্রন্থ প্রবচন সত্য,
নির্গ্রন্থ প্রবচন শ্রেয়,
নির্গ্রন্থ প্রবচন গ্রহণীয়,
কিন্তু তার আচরণ
ক্ষুরের ধারার মতো নিশিত।

পুত্র, তুমি সুখে লালিত,
সুখে পালিত,
দুঃখ কি—তুমি তা কখনো
জানোনি।

শ্রমণকে শীত-গ্রীষ্ম,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা
সমভাবে সহ্য করতে হয়,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তুমি তা সহ্য করতে পারবে না।
তাই বলি, তুমি এখন বিষয় সুখ
ভোগ কর,
তারপর বিষয় সুখ হতে উপশান্ত হয়ে
শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করো।

গৌতম বলল : পিতা,
আপনি যা বলছেন তা সেইরূপই,
নির্গ্রন্থ ধর্ম পালন
ক্ষুরের ধারার মতো নিশিত ;
কিন্তু তা দুর্বলের জন্য,
বিষয়ে যে লোলুপ,
তৃষ্ণায় যে দত্ত-চিত্ত,
কিন্তু যে বিগত-তৃষ্ণ ও শ্রদ্ধাশীল
তার পক্ষে কিছুই কষ্টকর নয়।

গৌতমকে যখন প্রতিকূল উপসর্গেও
নিবৃত্ত করা গেল না
তখন অন্ধকবৃষ্ণি বললেন : পুত্র,
তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক সাধ ছিল,
তাই অন্ততঃ একদিনের জন্যও
তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখতে চাই।

গৌতম সেকথা শুনে
অস্বীকার করলে
পিতামাতার মনে আঘাত দেওয়া হবে ভেবে
নিরুত্তর রইল।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

অন্ধকবৃষ্ণি তখন
গৌতমের অভিষেকের আয়োজন করে
গৌতমকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।
তারপর গৌতমের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ
পুত্র, তোমাকে আমাদের যা দেয় ছিল
তা সমস্তই দিয়েছি ;
তোমাকে আর আমরা কি দিতে পারি ?

গৌতম বলল ঃ পিতা,
আমায় রাজোহরণ ও ভিক্ষাপাত্র দিন
আর আমার কিছুই চাই না।

অন্ধকবৃষ্ণি তখন
গৌতমকে
রজোহরণ ও ভিক্ষাপাত্র দান করলেন।

পরদিন সকালে
গৌতম অরিষ্টনেমির কাছে গিয়ে
উপস্থিত হল।

অন্ধকবৃষ্ণি
গৌতমকে ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে
বললেন ঃ ভগবন্,
পঙ্ক হতে জাত হয়ে
কমল যেমন পঙ্ক হতে অস্পৃষ্ট থাকে
আমাদের একমাত্র পুত্র গৌতমও তেমনি

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সংসার মালিন্যে জাত ও বর্দ্ধিত হয়েও
সংসার মালিন্যে তেমনি অস্পৃষ্ট।
হে দেবানুপ্রিয়,
সে সংসারের অসারতা অনুভব করে
সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে
শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করতে চায়,
আপনি তাকে গ্রহণ করুন।

গৌতম এভাবে
ভগবান অরিষ্টনেমির কাছে
প্রব্রজিত হল
ও কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনায়
সেই জীবনেই
মুক্তি লাভ করল।

প্রথম বর্গ। অন্তকৃদ্দশা

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ব্রতসম্পন্নই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক

হরিকেশবল নামে
চণ্ডাল কুলোৎপন্ন
জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র সম্পন্ন
এক শ্রমণ ছিলেন।

একবার একমাস উপবাসের পর
ভিক্ষা গ্রহণের জন্য
তিনি ব্রাহ্মণদের যজ্ঞশালায় গিয়ে
উপস্থিত হন।

তপস্যায় পরিশুষ্ক শরীর
ও জীর্ণ মলিন বস্ত্র-পরিহিত
কদাকার হরিকেশবলকে দেখে
ব্রাহ্মণেরা একসঙ্গে বলে উঠলেন ঃ
ওরে কুৎসীৎ, তুই কে ?
কেন এখানে এসেছিস ?
যা, দূর হ।

হরিকেশবলকে লাঞ্ছিত হতে দেখে
তিন্দুক বৃক্ষবাসী যক্ষ
তাঁর শরীরে প্রবেশ করল
ও ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ করে বলল ঃ
ব্রাহ্মণগণ, আমি শ্রমণ,
পঞ্চ মহাব্রতধারী,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

পরিগ্রহহীন ও রন্ধন হতে বিরত।
ভিক্ষার সময় হওয়ায়
আপনাদের এখানে
ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে এসেছি।
আপনারা প্রভূত অন্ন বিতরণ করছেন ;
সকলকে বিতরণের পর
যা অবশিষ্ট থাকে
তা হতে সামান্য আমাকে দেবেন।

ব্রাহ্মণেরা বললেন ঃ মূর্খ,
এখানে যে অন্ন রয়েছে
তা ব্রাহ্মণদের জন্য।
যা, দূর হ।

হরিকেশের মধ্যে প্রবিষ্ট
যক্ষ তখন বলল ঃ
কৃষকেরা ফসল পাবার জন্য
উঁচু নীচু সমস্ত রকম জমিতেই
বীজ বপন করে,
আপনারাও তেমনি আমাকে
সৎপাত্র বিবেচনা করে
শ্রদ্ধার সঙ্গে
সামান্য অন্ন দান করুন।

ব্রাহ্মণেরা বললেন ঃ ওরে মূর্খ,
কে সুপাত্র, কে কুপাত্র,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তা আমরা জানি।
জাতি ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণই
সৎপাত্র।

যক্ষ বলল ঃ ব্রাহ্মণগণ,
যে ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভের অধীন,
জীব-হিংসা পরায়ণ ও পরিগ্রহধারী,
সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ও বিদ্যাসম্পন্ন হলেও
সৎপাত্র নয়।

সেকথা শুনে ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা
ক্রুদ্ধ হল ও হরিকেশবলকে
সম্বোধন করে বলল ঃ
ওরে পাজি নির্গ্রন্থ,
আমাদের এই অন্ন
যদি পচে নষ্টও হয়ে যায়
তবু তার একটা কণাও তোকে দেব না।

সেকথা শুনে যক্ষ বলল ঃ
হে ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা,
তোমরা যদি অভুক্ত আমাকে
অন্নদান না কর,
তবে কী করে পুণ্যার্জন করবে ?

সেকথা শুনে প্রধান ঋত্বিক
সোমদেব

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ক্রুদ্ধ হয়ে ছাত্রদের বললেন ঃ
এই পাজি শ্রমণটা
এমনিতে যাবে না,
একে প্রহার করে
গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও ।

ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা
তখন হরিকেশবলকে
কিল, ঘুঁষি, লাথি ও লগুড় দিয়ে
প্রহার করতে লাগল ।

প্রধান ঋত্বিক
সোমদেবের পত্নী ভদ্রা
হরিকেশবলকে প্রহৃত হতে দেখে
ঘর হতে বেরিয়ে এলেন
ও শিষ্যদের সম্বোধন করে বললেন ঃ
এ তোমরা কি করছ ?
ইনি উগ্রতপা, জিতেন্দ্রিয় ও সংযত,
ব্রহ্মচারী ও মহাত্মা ।
ইনি ইচ্ছা করলে
তপস্তেজে এখুনি তোমাদের সকলকে
ভস্ম করে দিতে পারেন ।
আমার পিতা কোশলাধিপতি
যক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে
আমাকে প্রথমে এঁরই হাতে
সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কিন্তু ইনি আমাকে
গ্রহণ করেন নি।
তাই আমি এঁকে জানি,
ইনি অপমানের অযোগ্য
ও পূজনীয়।

ওদিকে যক্ষও ক্রুদ্ধ হয়ে ততক্ষণে
ব্রাহ্মণ শিষ্যদের অদৃশ্য হতে
আক্রমণ করল।
শিষ্যরা তখন
রক্ত বমন করতে করতে
সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়তে লাগল।

তাই দেখে ভদ্রা
আবার বললেন ঃ
তোমরা উগ্রতপস্বী,
ঘোর ব্রতধারী,
হরিকেশবলকে অপমান করেছ ;
পতঙ্গেরা যেমন
অগ্নিকে আক্রমণ করতে গিয়ে
দগ্ধ ও বিনষ্ট হয়,
তোমরাও তেমনি
যক্ষ কর্তৃক
হত ও বিনষ্ট হবে।
তাই জীবনের যদি
আকাঙ্ক্ষা থাকে,
তবে এঁর শরণ নাও।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সোমদেব তখন
ভার্যা ভদ্রার সঙ্গে
হরিকেশবলকে প্রসন্ন করবার জন্য
বললেন ঃ হে পূজ্য,
আপনি আমাদের কৃত
অপমান ও প্রহার ক্ষমা করুন।
মুনিরা ক্ষমা পরায়ণ হোন,
কোপ পরায়ণ হন না।

সেকথা শুনে
হরিকেশবল বললেন ঃ
ব্রাহ্মণগণ,
আমার মনে আগেও কোনো
দ্বেষ ছিলনা,
এখনো কোনো দ্বেষ নেই।
আমার প্রতি সেবা পরায়ণ
যক্ষই শিষ্যদের প্রহার করেছে।

সোমদেব তখন বললেন ঃ
হে মহাভাগ,
আমরা সকলেই
আপনার শরণাগত,
আমাদের প্রতি দয়া করুন,
আমাদের এখানে
শালি ধান্যের অন্ন প্রস্তুত রয়েছে,
সেই অন্ন গ্রহণ করুন।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

হরিকেশবল তখন
সোমদেব প্রদত্ত অন্ন
গ্রহণ করলেন।

মুনি অন্ন গ্রহণ করলে
দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হল,
দিক সকল প্রশান্ত হল।

ব্রাহ্মণেরা তখন
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ঃ
আশ্চর্য এঁর তপস্যা,
এঁর কাছে জাতি মাহাত্ম্য কিছুই নয়।

হরিকেশবল তখন
তাঁদের বললেন ঃ ব্রাহ্মণগণ,
আপনারা কেন যজ্ঞ করে
জল দিয়ে বাহ্য শুদ্ধি প্রার্থনা করেন ?
স্নানের দ্বারা শুদ্ধি হয় না।
আচমন ও কুশ, যূপ, তৃণ, কাষ্ঠ ও অগ্নি
ব্যবহার করে
আপনারা আরো
জীবহিংসা জনিত পাপ
সঞ্চয় করেন।

ব্রাহ্মণেরা তখন বললেন ঃ
হে শ্রমণ,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আমরা কিভাবে তবে
আচমন করব ? যজ্ঞ করব ?
যজ্ঞ করে পাপকর্ম বিনষ্ট করব ?

হরিকেশবল বললেন ঃ ব্রাহ্মণগণ,
জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি
পঞ্চ মহাব্রত ধারণ
ও ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ
পরিত্যাগ করে
ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হন।
যিনি সংবর সাধনায়
পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত
ও জীবনে আকাঙ্ক্ষাহীন,
যাঁর শরীর সংযমের জন্য
উৎসর্গীকৃত
যিনি নির্মল ব্রত-সম্পন্ন
ও দেহ শুশ্রূষা হতে বিরত,
তিনি কর্মশত্রু বিনষ্ট করে
শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ব্রাহ্মণেরা তখন বললেন ঃ হে ভিক্ষু,
আপনার অগ্নি কী ? অগ্নিকুণ্ড কী ?
দর্বি কী ? অগ্নি প্রজ্বালন করবার করীষ কী ?
যজ্ঞ কাষ্ঠ কী ? শান্তি মন্ত্র কী ?
আপনি কি প্রকার হোমের দ্বারা
অগ্নিতে হবন করেন ?

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

হরিকেশবল বললেন ঃ
আমাদের তপস্যাই অগ্নি,
জীব অগ্নিকুণ্ড,
মন, বচন ও কায়ার যোগ দর্বি,
শরীর করীষ,
কর্ম কাষ্ঠ
ও সংযমাচরণই শান্তি মন্ত্র।
এরূপ শ্রেষ্ঠ হোমের দ্বারা
আমরা হবন করি।

ব্রাহ্মণেরা তখন বললেন ঃ
হে মহাভাগ,
আপনার হ্রদ কী ?
শান্তি তীর্থ কী ?
কোথায় স্নান করে
কর্মমল পরিহার করেন ?

হরিকেশবল বললেন ঃ
ধর্মই আমাদের হ্রদ,
ব্রহ্মচর্য নির্মল শান্তি তীর্থ ;
সেখানে স্নান করে
রাগ-দ্বেষ রূপ উষ্ণতা পরিহার করি
ও কর্মমল ধৌত করে
বিমল ও বিশুদ্ধ হই।
মহর্ষিরা এই স্নানকেই শ্রেষ্ঠ স্নান বলেছেন।

হরিকেশীয়। উত্তরাধ্যয়ন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সংসার দুঃখময়

ভোগে অনাসক্ত
ও সংযমে প্রীতিবান্ হয়ে
মৃগাপুত্র
পিতামাতার নিকটে গিয়ে বলল ঃ
মা, আমি সংসারে
বিগত-তৃষ্ণ হয়েছি,
অনুজ্ঞা দাও,
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

সাংসারিক সুখ
কিংপাক ফলের মতোই
আপাত মধুর,
কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ী।

এই শরীর অনিত্য,
অশুচি ও অপবিত্র পদার্থে উৎপন্ন,
ক্ষণভঙ্গুর
ও দুঃখ ও ক্লেশের আকর।

যে শরীর
একদিন অবশ্যই
পরিত্যাগ করে যেতে হবে,
সেই শরীরে
আমার একটুও সুখ নেই।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

রোগ, শোক ও জরা-মরণ গ্রস্ত
মানুষের জীবন
আমায় একটুও আনন্দ দেয় না।

জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ,
রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ,
এই সংসারই দুঃখময় ;
সংসারে জীবগণ
কেবলই দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

ভূমি, গৃহ, ধন, ঐশ্বর্য,
পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব,
এমন কি নিজের দেহও
একদিন বিবশ হয়ে যায়।

পাথেয় না নিয়ে
যে দীর্ঘপথে যাত্রা করে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে
পথে সে যেমন কষ্ট পায় ;
ধর্মাচরণ না করে,
যে পরলোকে যাত্রা করে,
পথে আধি ও ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে
সেও তেমনি কষ্ট পায়।

গৃহ প্রজ্বলিত হলে
সদ্‌গৃহস্থ

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

যেমন অসার বস্তু পরিত্যাগ করে
মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে,
আপনাদের অনুজ্ঞা নিয়ে
আমিও সেরূপ
জরা-মরণরূপ সংসারাগ্নি হঁতে
আত্মাকে রক্ষা করতে
ইচ্ছা করি।

সেকথা শুনে
মৃগাপুত্রের মা বললেনঃ পুত্র,
শ্রমণ ধর্ম পালন করা
অত্যন্ত কঠিন,
শ্রমণদের অনেক গুণ থাকতে হয়।

তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত,
তোমার শরীর কোমল ও কমনীয়,
শ্রমণধর্ম পালন করতে
তুমি তাই সমর্থ হবে না।

শ্রমণ ধর্মের নিয়ম
লোহার মতো গুরুভার ও দুর্বহ।
সমস্ত জীবন পালন করেও
তা হতে নিষ্কৃতি নেই।

আকাশ গঙ্গা পার হওয়া
যেমন দুষ্কর,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ক্ষরস্রোতের প্রতিকূলে
সাঁতার কাটা যেমন দুষ্কর,
বাহু দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম
যেমন দুষ্কর,
সংযমরূপ সমুদ্র অতিক্রম করাও
ঠিক সেই রকম দুষ্কর।

সংযম বালুকা গ্রাসের মতো
নিরস
ও আস্বাদহীন ;
তপশ্চরণ
অসিধারার ওপর বিচরণ।

সাপের মতো
একাগ্র দৃষ্টিতে সংযম পালন
লোহার যব চর্বণ করা।

তরুণ বয়সে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ
প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা পান।

হীনবীর্য পুরুষের পক্ষে
শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ
কাপড়ের থলেতে
বাতাস ভরা।

মেরু পর্বতকে যেমন
তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

বিষয়ে অসন্দিগ্ধ
ও সর্বদা শঙ্কাহীন হয়ে বিচরণও
ঠিক সেইরূপ শক্ত।

সে কথা শুনে মৃগাপুত্র বলল : মা,
তুমি যা বলছ, তা ঠিক ;
তবে বিগত-তৃষ্ণ ব্যক্তির কাছে
কিছুই অসাধ্য নয়।

আমি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা
অনন্তবার সহ্য করেছি,
দুঃখ ও ভয়ে
বার বার বিমূঢ় হয়েছি।

জরা-মরণরূপ ভীষণ বনে
জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখ
বারংবার ভোগ করেছি।

পৃথিবীতে অগ্নি উষ্ণ,
সেই অগ্নির উষ্ণতার চাইতেও
অনন্তগুণ উষ্ণতা জনিত দুঃখ
আমি নরকে সহ্য করেছি।

তীক্ষ্ণধার ক্ষুর, ছুরি ও কাঁচি দিয়ে
আমাকে কর্তিত, বিদারিত
ও ছিন্ন করা হয়েছে,
আমার শরীর হতে
চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আমি মৃগের ন্যায় বিবশ হয়ে
পাশে ও জালে
ধৃত, বদ্ধ ও রুদ্ধ হয়ে
বহুবার ব্যাপাদিত হয়েছি।

আমি পরবশ হয়ে
মৎস্যের ন্যায় বঁড়শী ও জালের দ্বারা
অনন্তবার ধৃত হয়েছি ;
আমাকে চেরা, ফাড়া
ও হত্যা করা হয়েছে।

আমি পক্ষীর ন্যায়
অনন্তবার শ্যেন পক্ষীর দ্বারা
ধৃত হয়েছি ;
জালে বদ্ধ ও আঠাতে সংলগ্ন হয়ে
পরে বিনাশিত হয়েছি।

আমাকে বৃক্ষের ন্যায়
কুঠার ও পরশু দিয়ে
খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে,
আমার ছাল
ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমি সমস্ত জীবনে
দুঃখপূর্ণ বেদনাই অনুভব করেছি,
মুহূর্তমাত্র সুখানুভব করিনি।

সেকথা শুনে
মৃগাপুত্রের পিতা বললেন ঃ পুত্র,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তুমি স্বচ্ছন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো,
কিন্তু শ্রমণাচারে
রোগের প্রতিকার না করা রূপ
দুঃখ আছে।

মৃগাপুত্র বলল : পিতা,
আপনি যা বলছেন
তা সত্য,
কিন্তু বনের পশু-পক্ষী
রোগাক্রান্ত হলে,
কে তার প্রতিকার করে ?

আমিও অরণ্য মৃগের মতো
একাকী বিচরণ করব ;
সংযম ও তপস্যা দ্বারা
একাকী ধর্ম আচরণ করব।

মৃগ যেমন অনিয়ত-স্থান-বিহারী হয়ে
আহার্য ও পানীয় সংগ্রহ করে,
আমিও সেরূপ
অনিয়ত স্থান-বিহারী হয়ে
মুক্তির দিকে অগ্রসর হব।

সেকথা শুনে
মৃগাপুত্রের পিতামাতা বললেন : পুত্র,
তোমার যাতে সুখ হয়, তাই করো।

মৃগাপুত্রীয়। উত্তরাধ্যয়ন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আত্মই আত্মার রক্ষক

প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী
মগধরাজ শ্রেণিক
একদিন মণ্ডিকুক্ষি উদ্যানে
ভ্রমণ করতে এলেন।

সেখানে
তরুণ বয়স্ক এক নবীন শ্রমণকে
তিনি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট
দেখতে পেলেন।

শ্রমণের রূপ ও লাবণ্যে
আকৃষ্ট হয়ে
তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন
ও অঞ্জলিবদ্ধ হাতে
তাঁকে প্রণাম করে
তাঁর অদূরে মাটিতে বসে
তাঁকে বললেন ঃ
আর্য, আপনি বয়সে নবীন,
এই বয়সে সকলেই বিষয় সুখ ভোগ করে,
কিন্তু আপনি তা না করে
কেন শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করেছেন—
সেকথা জানতে ইচ্ছা করি।

শ্রমণ বললেন ঃ
রাজন্, আমার কেউ রক্ষক ছিল না,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আমি অনাথ ছিলাম,
তাই শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করেছি।

সেকথা শুনে শ্রেণিক
হেসে বললেন ঃ আর্য,
আপনার মতো রূপ-লাবণ্য সম্পন্ন ব্যক্তির
রক্ষক ছিল না
সেকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না,
কিন্তু এখন
আমি আপনার রক্ষক হব ;
আপনি বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, পরিজন
পরিবৃত হয়ে
বিষয় সুখ ভোগ করুন।

শ্রমণ বললেন ঃ রাজন্,
আপনি নিজেই অনাথ,
আপনি আমায় কিভাবে
রক্ষা করবেন ?

শ্রেণিক সেকথা শুনে
বিস্মিত হলেন। বললেন ঃ
পূজ্য, আমার বহু অশ্ব ও হস্তী রয়েছে,
সৈন্য ও সামন্ত রয়েছে,
পরিবার ও পরিজন রয়েছে,
আমার আদেশ প্রতিপালিত হচ্ছে,
প্রভুত্বও রয়েছে,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

এবং মানুষ যে সব সুখ কামনা করে,
সে সমস্ত সুখ আমার করায়ত্ত ;
এই অবস্থায়
আমি কিভাবে অনাথ ?

শ্রমণ বললেন ঃ রাজন্,
আপনি অনাথ কথার অর্থ
জানেন না,
তাই ওকথা বলছেন।
মানুষ কি ভাবে অনাথ হয়
বা আমি কিভাবে অনাথ
সেকথা বলছি, শুনুন ঃ

কৌশাম্বীতে প্রভূত বিত্তশালী
আমার পিতা রয়েছেন,
আমি তাঁর একমাত্র পুত্র না হলেও
প্রিয় পুত্র ছিলাম।

রাজন্,
প্রথম বয়সে
আমি একবার ভীষণ দাহজ্বরে
আক্রান্ত হই।

আমার চোখে
ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছিল।
আমার তখন মনে হচ্ছিল

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কে যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র
একসঙ্গে আমার চোখ, কান ও নাকের মধ্যে
প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

আমার কটিদেশ, হৃদয় ও মস্তিষ্ক
কে যেন বজ্রের মতো
প্রজ্বলিত করে দিয়েছে।
আমি অসহ্য যন্ত্রণায়
কাতর হয়ে পড়েছিলাম।

আমার পিতা
আমাকে তদবস্থ দেখে
মন্ত্র, ওষধি ও শস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শী
চিকিৎসকদের সমবেত করেছিলেন,
তাঁরাও তাঁদের সাধ্য মতো
আমাকে সুস্থ করবার চেষ্টা করেছিলেন,
কিন্তু রাজন্,
তাঁদের কেউই
আমার যন্ত্রণা লাঘব করতে
সমর্থ হন নি।
সেদিন আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম—
আমি অনাথ,
আমার কেউ রক্ষক নেই।

রাজন্,
আমার পিতা

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আমার জন্য সমস্ত সম্পত্তি
দান করতে প্রস্তুত ছিলেন,
আমার মা আমার শিয়রে বসে
অনর্গল অশ্রু বিসর্জন করছিলেন,
আমার ভাই, বোন
আমার চারদিক ঘিরে সর্বদা
দাঁড়িয়ে রয়েছিলেন,
আমার স্ত্রী
এক মুহূর্তও আমার শয্যা
পরিত্যাগ করে যান নি,
কিন্তু তাঁদের কেউই
আমার বেদনা লাঘব করতে
সমর্থ হন নি।

রাজন্,
সেই আমার অনাথত্ব,
মানুষের অনাথত্ব।

তখন আমার মনে হয়েছিল—
যে বেদনা আমি ভোগ করছি,
সেই বেদনা
জীবনে জীবনে অনন্তবার
আমি ভোগ করেছি।

রাজন,
মনে মনে তখন স্থির করলাম—

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

এই বেদনা হতে যদি আমি মুক্ত হই,
তবে আমি ক্ষমাবান ও জিতেন্দ্রিয় হব,
হিংসা হতে নিবৃত্ত হব,
শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করব।

তারপর সেই চিন্তা করতে করতে
কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
তা মনে নেই,
কিন্তু তারপর দিন সকালে
যখন ঘুম ভাঙল
তখন দেখি
আমার সেই জ্বর ও বেদনা
উপশান্ত হয়েছে।

আমি তখন
পিতামাতার আদেশ নিয়ে
শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলাম
ও আত্ম সংযম ও তপশ্চর্যার ভেতর দিয়ে
আত্ম স্বাতন্ত্র্য লাভ করলাম—
এ ভাবে আমি সনাথ হলাম।

রাজন্,
আত্মাই বৈতরণী নদী,
আত্মাই নরকস্থিত
কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী বৃক্ষ,
আত্মাই কামদুঘা ধেনু,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আত্মাই নন্দন বন,
আত্মাই সুখ দুঃখের কর্তা,
বিকর্তাও ;
আত্মাই সদাচার ও দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়ে
শত্রু ও মিত্র হয়।

শ্রেণিক তখন বললেন ঃ
মুনি, আপনার দৃষ্টান্তে
মানুষ কিভাবে অনাথ ও সনাথ হয়
তা বুঝতে পেরেছি।

হে মহাভাগ,
আপনার মনুষ্য জীবন সফল হয়েছে,
রূপ ও লাবণ্য সার্থক হয়েছে।
বিষয় ভোগের জন্য
আপনাকে যে প্রলোভিত করেছি
তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি,
আপনি আমায় ক্ষমা করুন
ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করুন।

মহানির্গ্রন্থীয়। উত্তরাধ্যয়ন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আত্মজয় শ্রেষ্ঠ জয়

লোকপ্রদীপ
ভগবান পার্শ্বের পরম্পরাগত শিষ্য
কেশী তখন শ্রাবস্তীর
তিন্দুকবনে অবস্থান করছিলেন।

মহাবীর শিষ্য গৌতমও তখন
শ্রাবস্তীতে বিচরণ করছিলেন।

পার্শ্ব পরম্পরার শ্রমণ বংশকে
জ্যেষ্ঠ মনে করে
বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন গৌতম একদিন
সশিষ্য তিন্দুক বনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কেশী গৌতমকে সমাগত দেখে
তাঁকে সম্যক প্রকারে
যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন
ও বসবার জন্য
জীবরহিত শালি, ব্রীহি, কোদ্রব ও
রোলাক ধান্যের শুষ্ক তৃণ ও কুশ দিলেন।

তারপর সকলে সুখে সমাসীন হলে
কেশী বললেন ঃ গৌতম,
আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে
ইচ্ছা করি।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
আপনি স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করুন,
আমি সাধ্যমতো যথোচিত প্রত্যুত্তর দেব।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
হাজার হাজার শত্রুর মধ্যে
আপনি বাস করেন,
তারাও আপনাকে সর্বদাই
অভিভূত করবার চেষ্টা করে,
আপনি তাদের
কিভাবে নির্জিত করেছেন ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
একটী শত্রু জয় করলে
পাঁচটী শত্রু জয় করা হয়,
পাঁচটী শত্রু জয় করলে
দশটী শত্রু,
দশটী শত্রুকে জয় করে
আমি সমস্ত শত্রুকেই
জয় করেছি।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সেই শত্রু কে ও কারা ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
মনই একটী শত্রু,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

মনকে জয় করলে
মন ও ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ
এই পাঁচ শত্রু জয় করা হয়;
এই পাঁচ শত্রু জয় করলে
এই পাঁচ ও পাঁচটি ইন্দ্রিয়
এই দশ শত্রু জয় করা হয়,
এই দশ শত্রু জয় করে
আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সংসারে যখন
বেশীর ভাগ জীবই
পাশবদ্ধ,
আপনি তখন
কিভাবে মুক্তপাশ
ও বায়ুর মতো অপ্রতিবদ্ধ ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
সদ্ভাবনাদি দিয়ে
সেই পাশ
আমি ছিন্ন করেছি,
তাই আমি মুক্তপাশ
ও বায়ুর মতো অপ্রতিবদ্ধ।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সেই পাশ কী ?

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

গৌতম বললেন : কেশী,
তীব্র রাগ, দ্বেষ, মোহাদিই
সেই পাশ।
সেই পাশ
শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে ছিন্ন করে
আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি।

কেশী বললেন : গৌতম,
সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে
একটী লতা মঞ্জরিত হয়
যার ফল বিষময়,
আপনি সেই লতা
কিভাবে উৎপাটিত করেছেন ?

গৌতম বললেন : কেশী,
সেই লতা
সর্বতোভাবে ছিন্ন করে
সমূলে আমি উৎপাটিত করেছি।
তাই তার বিষময় ফল
আমায় ভক্ষণ করতে হয় না।

কেশী বললেন : গৌতম,
সেই লতা কী ?

গৌতম বললেন : কেশী,
ভীষণ ও ভীষণ ফলদায়িনী

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

বিষয় ভোগের তৃষ্ণাই
সেই লতা,
সেই লতা
শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে উৎপাটিত করে
আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
ভীষণ প্রজ্বলিত অগ্নি
দেহধারী জীবমাত্রকে দগ্ধ করে,
আপনি সেই অগ্নি
কীভাবে নির্বাপিত করেছেন ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
মহামেঘ প্রসূত উত্তম যে বারি,
সেই বারি দিয়ে
সেই অগ্নি
আমি নির্বাপিত করেছি।
সেই নির্বাপিত অগ্নি
তাই আমাকে দগ্ধ করে না।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সেই অগ্নি কী ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ রূপ
কষায়ই সেই অগ্নি,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তীর্থঙ্করোপদিষ্ট
শ্রুত, শীল ও তপস্যাই বারি,
সেই বারি দিয়ে
সেই অগ্নি নির্বাপিত করে
আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
আপনি যে দুর্দমনীয়
ভয়ঙ্কর দুষ্ট অশ্বের ওপর
আরোহণ করে রয়েছেন
তা তীব্রবেগে ধাবিত হচ্ছে,
সেই দুর্দমনীয় ভয়ঙ্কর দুষ্ট অশ্ব
আপনাকে কেন
উন্মার্গে নিয়ে যায় না ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
সেই দুর্দমনীয় ভয়ঙ্কর দুষ্ট অশ্বকে
শ্রুতরূপ দৃঢ় বল্গায়
আমি ধরে রয়েছি,
তাই সে আমাকে
উন্মার্গে নিয়ে যায় না।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সেই দুর্দমনীয় ভয়ঙ্কর দুষ্ট অশ্ব কী ?

গৌতম বললেন, কেশী,
মনই সেই দুর্দমনীয়

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ভয়ঙ্কর দুষ্ট অশ্ব
যা চতুর্দিকে ধাবিত হয়,
ধর্ম শিক্ষায়
সেই দুষ্ট অশ্বকে বশীভূত করে
আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সংসারে অনেক কুমার্গ আছে
যা অবলম্বন করে
প্রাণীরা সন্মার্গ হতে চ্যুত
ও বিনষ্ট হয়,
আপনি কেন
সন্মার্গ হতে চ্যুত
ও বিনষ্ট হন না ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী
যারা সন্মার্গ ও উন্মার্গে প্রবৃত্ত
আমি তাদের সবাইকে জানি,
তাই সন্মার্গ হতে চ্যুত হয়ে
আমি উন্মার্গে পতিত হই না।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
উন্মার্গই বা কী ? সন্মার্গই বা কী ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
অন্য তীর্থিকোপদিষ্ট পথই

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

উন্মার্গ,
তীর্থঙ্করোপদিষ্ট পথই
সন্মার্গ,
সেই পথই উত্তম।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
মহাসমুদ্রে—
জলপ্রবাহে ভাসমান
প্রাণীদের জন্য
উত্তম গতি, আশ্রয় ও অবস্থান কী ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
সেই মহাসমুদ্রে
একটী দ্বীপ রয়েছে
যেখানে
কোনো জল প্রবাহেরই গতি হয় না।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সেই দ্বীপ কী ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
ধর্মই সেই দ্বীপ ;
সংসার সমুদ্রে—
জরা-মরণ রূপ প্রবাহে ভাসমান
জীবের জন্য
ধর্মই একমাত্র
উত্তম গতি, আশ্রয় ও অবস্থান।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সমুদ্রে
জল প্রবাহে তাড়িত হয়ে
নৌকো ইতস্ততঃ ধাবিত হয়,
সেই নৌকোয় আরোহণ করে
আপনি কিভাবে
পরপারে যেতে ইচ্ছা করেন ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
যে নৌকোয় জল প্রবেশ করে,
সেই নৌকো পরপারে যেতে
সমর্থ হয় না ;
যে নৌকো নিশ্ছিদ্র
সেই নৌকোই
পরপারে যেতে সমর্থ হয়।

কেশী বললেন ঃ গৌতম,
সেই নৌকো কী ?

গৌতম বললেন ঃ কেশী,
এই শরীরই নৌকো,
আত্মা নাবিক,
সংসারই সমুদ্র,
এই সমুদ্র
মহর্ষিগণ অতিক্রম করেন।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কেশী বললেন : গৌতম,
সংসারে অধিকাংশ জীবই
গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত,
কে তাদের আলোক প্রদান করবে ?

গৌতম বললেন : কেশী,
সমস্ত সংসারকে
আলোক প্রদানকারী নির্মল সূর্য
উদিত হয়েছে,
সেই সূর্য
সমস্ত প্রাণীকে
আলোকিত করবে।

কেশী বললেন : গৌতম,
সেই সূর্য কে ?

গৌতম বললেন : কেশী,
বিগততৃষ্ণ সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করই
সেই সূর্য,
সেই সূর্য উদিত হয়েছে,
তিনিই সমস্ত প্রাণীকে
আলোকিত করবেন।

কেশী বললেন : গৌতম,
শারীরিক ও মানসিক
দুঃখপীড়িত জীবের জন্য

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ব্যাধিরহিত
মঙ্গলময় ও উপদ্রবহীন স্থান কী ?

গৌতম বললেন : কেশী,
লোকের ঊর্দ্ধভাগে
দুরধিগম্য শাশ্বত এক স্থান রয়েছে
যেখানে
জরা, মৃত্যু, ব্যাধি ও বেদনা নেই।

কেশী বললেন : গৌতম,
কী সেই স্থান ?

গৌতম বললেন : কেশী,
নির্বাণ, অব্যাবাধ, সিদ্ধি, লোকাগ্র,
ক্ষেম ও শিব নামে যা অভিহিত হয়,
এই সেই স্থান।
সেই স্থান
শাশ্বত, দুরধিগম্য,
ও লোকাগ্রে অবস্থিত ;
সংসার-প্রবাহ বিনাশকারী
মহর্ষিরা
সেই শাশ্বত লোকে গমন করে
শোক প্রাপ্ত হন না।

কেশীগৌতমীয়। উত্তরাধ্যয়ন

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আমার জীবন আমার বাণী

॥ ১ ॥

ভগবান মহাবীর
হেমন্ত ঋতুতে
সংসার পরিত্যাগ করে
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে
তিনি সেখান হতেই
প্রস্থান করেছিলেন।

সেই হেমন্ত ঋতুতে
বস্ত্র দিয়ে শরীর আচ্ছাদন করবার কথা
তিনি চিন্তা করেন নি।

একখানা দেবদূষ্য বস্ত্র
স্কন্ধের ওপর রেখে
তেরো মাস অবস্থান করেছিলেন,
পরে সে বস্ত্র পরিত্যাগ করে
সম্পূর্ণ নির্বস্ত্র হয়েছিলেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর
চার মাসের বেশী কিছু সময়
কীট-পতঙ্গ পোকা-মাকড়
তাঁর শরীরে উঠত ;

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তিনি তাদের নিবারিত না করে
তাদের দংশন সহ্য করতেন।

পথ চলবার সময়
মনুষ্য-প্রমাণ পথের ওপর
রথের ধুরার মতো দৃষ্টি রেখে
পথ চলতেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা
তাঁকে দেখে ভয় পেত,
একত্র হয়ে তাঁর দিকে
ঢিল ছুঁড়ত,
কেউ কেউ বা চীৎকার দিয়ে উঠত।

যেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়
সেখানে থাকতে হলে
আত্মগত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়ে
অধ্যাত্ম ধ্যানে লীন থাকতেন।

তিনি গৃহীদের সঙ্গে সম্পর্ক করতেন না,
জিজ্ঞাসিত হলে নিরুত্তর থাকতেন,
প্রণাম করলেও যেমন কিছু বলতেন না,
প্রহার করলেও তেমনি বিক্ষুব্ধ হতেন না।

তিনি গীত-বাদ্য-নাটকাদি,
দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা মল্লযুদ্ধ

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

দেখতেন না,
পরস্পর মানুষ যেখানে কথা বলছে
সেখানে উদাসীনের মতো
অবস্থান করতেন।

॥ ২ ॥

সুস্থ অবস্থাতেও
উদর পূর্তির জন্য
তিনি কখনো আহার গ্রহণ করতেন না,
আঘাত প্রাপ্ত হয়েও
তিনি কখনো চিকিৎসার ইচ্ছা করতেন না।

শরীর নশ্বর ও অশুচি
একথা জ্ঞাত হয়ে
শরীর সংস্কার, স্নান
বা দন্তধাবনাদি হতে বিরত থাকতেন।

কামভোগে বিরত, মিতভাষী
ভগবান শীত ঋতুতে
হিম শীতল ছায়ায় বসে
ধ্যান করতেন,
গ্রীষ্ম ঋতুতে
উৎকুটাসনে
সূর্যের দিকে মুখ করে
অবস্থান করতেন।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তিনি রুক্ষ কোদ্রব চাল
শুকনো বদ্‌রীচূর্ণ ও কুল্মাষ
আহার করতেন।

দীর্ঘ আটমাস
তিনি এই তিনটী মাত্র দ্রব্য
গ্রহণ করেছিলেন।

কখনো একমাস,
কখনো দুইমাস, কখনো ছয়মাস
জলগ্রহণ না করে তিনি অবস্থান করতেন।

কখনো পর্যুষিত অন্ন গ্রহণ করতেন ;
কখনো দুই, তিন, চার বা পাঁচ দিন
উপবাস করতেন।

গ্রামে বা নগরে
ভ্রমণ করে
অন্যের জন্য প্রস্তুত খাদ্য অন্বেষণ করতেন,
গ্রহণযোগ্য হলেই তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন
অন্যথায় গ্রহণ করতেন না।

ভিক্ষার জন্য যেখানে উপস্থিত হতেন
সেখানে যদি ক্ষুধার্থ পারাবত
বা পিপাসিত কাক
উড়ে এসে তাঁর সামনে মাটীতে বসত,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তবে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ না করেই
সেখান হতে ফিরে যেতেন।

যদি সেখানে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ভিখিরী,
অতিথি, চণ্ডাল, মার্জার বা কুকুর
আগে হতে এসে উপস্থিত থাকত
তবে যাতে তাদের আহার প্রাপ্তিতে
বাধা না হয়
সেজন্য সেখান হতে
ভিক্ষা গ্রহণ না করেই
তিনি ফিরে যেতেন।

তিনি এভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন
যাতে ক্ষুদ্র প্রাণীরও হিংসা না হয়।

তিনি কখনো আর্দ্র, কখনো শুকনো,
কখনো বা পর্যুষিত অন্ন গ্রহণ করতেন,
কখনো পুরুনো চালের ভাত
কুল্মাষ বা ছাতু গ্রহণ করতেন।

তিনি যদি সেরূপ খাদ্য না পেতেন
তবে কিছু গ্রহণ না করে
সংযত ভাবে অবস্থান করতেন

॥ ৩ ॥

পরিত্যক্ত গৃহে, সভাগৃহে বা জলসত্রে,
পণ্যশালায় বা কর্মকার গৃহে,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

বিচালিস্তূপের মঞ্চের নীচে বা ধর্মশালায়,
উদ্যানে, বৃক্ষমূলে বা শ্মশানে
তিনি অবস্থান করতেন।

এভাবে প্রায় দীর্ঘ তেরো বছর
তিনি অতিবাহিত করেছিলেন।

সেই সময় দিবারাত্র
তিনি সংযমে নিরত থাকতেন
ও অপ্রমত্ত ভাবে সমাহিত চিত্তে
অবস্থান করতেন।

সংযম গ্রহণের পর
প্রমাদবশতঃ তিনি কখনো নিদ্রিত হন নি,
নিজেকে সর্বদাই জাগরিত রাখতেন,
কখনো অল্প নিদ্রিত হতেন
কিন্তু ইচ্ছা পূর্বক কখনো নিদ্রিত হতেন না।

নিদ্রাকে প্রমাদ বৃদ্ধির কারণ মনে করে
উঠে বসতেন,
কখনো বাইরে গিয়ে পাদচালনা করতেন।

সেই সব আশ্রয়স্থানে
তাঁকে নানাবিধ বিপত্তির
সম্মুখীন হতে হয়েছে—
কখনো সর্প, কখনো শকুনি,
কখনো নিশাচর মানুষ

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে,
শস্ত্রপাণি প্রহরীরা
তাঁকে প্রহার করেছে,
কামাসক্ত পুরুষ বা নারী
তাঁকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে।
তিনি সেই সব কষ্ট
অনুকূল বা প্রতিকূল
সমস্তই সহ্য করেছেন।

একাকী ভ্রমণ করতে করতে
রাত্রিকালে
কোন এক স্থানে এসে
অবস্থান করলে
লোকে তাঁকে নানাবিধ
প্রশ্ন করত,
প্রত্যুত্তর না দিলে ক্রুদ্ধ হত,
প্রহার করতো,
কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেবার
স্পৃহা না রেখে
সমভাবে অবস্থান করতেন।

'ঘরের মধ্যে কে ?'—এই প্রশ্ন করলে
যদি তিনি ধ্যানে না থাকতেন
তবে অনর্থ নিবারণের জন্য
'ভিক্ষু' বলে প্রত্যুত্তর দিতেন,
ধ্যানে থাকলে প্রত্যুত্তর না দিয়ে
অবস্থান করতেন।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

শীত ঋতুতে
হিম শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে
অন্য-তীর্থিক সাধুরা যখন
অগ্নি প্রজ্বালিত করত;
অধিক বস্ত্রের কামনা করত,
এমনকি পরিগ্রহহীন শ্রমণেরাও
যখন বায়ুহীন স্থানের অন্বেষণ করত,
তখন তিনি উন্মুক্ত বা ঈষৎ আচ্ছাদিত স্থানে
অবস্থান করে
নিস্পৃহভাবে সেই শীতের তীক্ষ্ণতা সহ্য করতেন।

॥ ৪ ॥

দুর্গম রাঢ়দেশের
বজ্র ও সুব্ভ ভূমিতে বিচরণকালে
তাঁকে বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে,
বালু ও কঙ্করময় ভূমিতে
অবস্থান করতে হয়েছে।

রাঢ়দেশের অধিবাসীরা
রুক্ষ ও শুষ্ক ভোজী
ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল,
তাই রাঢ় দেশে
তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

সেখানে তিনি
রুক্ষ, শুষ্ক ও অল্প পরিমিত

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

আহারই প্রাপ্ত হতেন।
কুকুরেরা তাঁর ওপর উৎপতিত হত
দংশন করত ;
কুকুরের আক্রমণ হতে তাঁকে
কেউ রক্ষা করত না,
বরং চু চু শব্দ করে
আরো লেলিয়ে দিত।

সেখানে পরিব্রজনের সময় অন্য শ্রমণেরা
দণ্ড বা নালিকা নিয়ে পথ চলতেন
তা সত্বেও কুকুরেরা তাঁদের দংশন করত,
শরীর হতে মাংস ছিঁড়ে নিত।

শরীরের প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ করে,
প্রাণী হিংসা হতে বিরত হয়ে,
গ্রামবাসীদের অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করে,
সেই রাঢ় দেশে
তিনি বহুবার প্রব্রজন করেছেন।

রাঢ়দেশের গ্রামগুলি
দূরে দূরে অবস্থিত ছিল,
তাই রাত্রিতে অবস্থানের জন্য
তিনি প্রায়ই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন না,
পৌঁছলেও গ্রামবাসীরা
গ্রামে তাঁকে প্রবেশ করতে দিত না,
প্রহার করে গ্রাম হতে দূর করে দিত।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কখনো ঢিল, কখনো নরকপাল,
কখনো কলসীর কানা ছুঁড়ে মারত,
কখনো ঠেলে ফেলে দিত,
কখনো বা ওপরে তুলে
নীচে গড়িয়ে দিত,
বুকের ওপর বসে
মাথার চুল ছিঁড়ে নিত,
গায়ে মুখে ধুলো বালি ছড়িয়ে দিত,
শরীর হতে মাংস কেটে নিত,
শরীরের প্রতি মমত্বহীন
সেই সব অত্যাচার তিনি
বিনম্রভাবে সহ্য করতেন।

সংগ্রামের পুরোভাগে অবস্থিত
হস্তীর ন্যায়
সেসব অত্যাচার সহ্য করে
তিনি অবিচলিত ভাবে
অবস্থান করতেন।

উপধান শ্রুত। আচারাঙ্গ

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

বীরস্তব

॥ ১ ॥

তিনি ছিলেন খেদজ্ঞ,
কুশল ও প্রত্যুৎপন্ন মতি,
অনন্ত জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন,
যশস্বী ও লোকনন্দন।

তিনি ছিলেন লোকস্থিত
সমস্ত জীবের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা,
তমঃনাশী দীপশিখার মতো
নির্মল আত্মধর্মের প্রকাশক।

তিনি ছিলেন ক্রান্তদিক্ ও সর্বদর্শী,
উত্তম চারিত্র সম্পন্ন ও ধৃতিমান,
আত্মস্থিত, বিদ্বান ও মেধাবী,
গ্রন্থিহীন, নির্ভয় ও নিরায়ু।

তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ ও অনিয়তচারী,
সংসার সমুদ্র পারকৃৎ ও ধীর,
সূর্যের মতো দ্যুতিমান ও তেজঃপুঞ্জ,
অগ্নির মতো তিমির-বিদার ঔজ্জ্বল্য।

তিনি ছিলেন জিন প্রবর্তিত
অনুপম ধর্মের শ্রেষ্ঠ নেতা,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

মহান প্রভাবশালী ও শক্তিমান,
সর্বলোক নিয়ন্তা ও অদ্বিতীয় বাসব।

তিনি ছিলেন সাগরের মতো প্রজ্ঞাবান,
জ্ঞানে মহোদধির মতো দুরতিক্রম্য,
অনাবিল ও সর্বদোষ হীন,
শক্রের মতো ঋদ্ধি সম্পন্ন ও তেজস্বী।

তিনি ছিলেন অমিতবীর্য ও সাহসী,
সুমেরু পর্বতের মতো স্থির ও নিরভিমান,
সর্বগুণের আকর ও সদাচারী,
স্বর্গের মতো নয়নাভিরাম ও আনন্দমূল।

তিনি ছিলেন পৃথিবীর মতো সর্বংসহ ও সর্বাধার,
ক্ষীণ কর্ম, অভিলাষহীন ও অপরিগ্রহী,
বন্ধনহীন, মুক্ত ও অপ্রতিবদ্ধ,
সর্বজীবে অভয়দানকারী ও অনন্তচক্ষু।

॥ ২ ॥

পর্বতে যেমন সুমেরুপর্বত শ্রেষ্ঠ,
বৃক্ষে শাল্মলী বৃক্ষ,
বনে নন্দন বন,
জ্ঞান ও চারিত্রে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

ধ্বনিতে যেমন মেঘমন্দ্র শ্রেষ্ঠ,
নক্ষত্রে শশাঙ্ক
সৌরভে চন্দন বাস,
মুনিদের মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ।

হস্তীতে যেমন ঐরাবত শ্রেষ্ঠ,
বনচরে সিংহ,
জলে গঙ্গোদক,
পক্ষীতে বেণুদেব গরুড়,
নির্বাণবাদীদের মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ।

যোদ্ধায় যেমন বিশ্বসেন শ্রেষ্ঠ,
ফুলে অরবিন্দ,
ক্ষত্রিয়ে দান্তবাক্য,
ঋষিদের মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ।

দেবতায় যেমন বৈমানিক দেবতা শ্রেষ্ঠ,
সভায় সুধর্ম দেবসভা,
ধর্মে মোক্ষধর্ম,
জ্ঞানীদের মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ।

দানে যেমন অভয় দান শ্রেষ্ঠ,
সত্যে অনবদ্য বাক্য,

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

তপস্যায় ব্রহ্মচর্য,
তেমনি লোকোত্তম
ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ।

অনুপম ছিল তাঁর ধর্ম,
অনুপম ছিল তাঁর ধ্যান,
সেই ধ্যান
শঙ্খের চাইতেও শুক্ল,
চন্দ্রিকার চাইতেও ধবল।

তিনি উত্তম ধ্যানে
ক্ষয় করেছিলেন কর্মরজঃ,
লাভ করেছিলেন পরমা সিদ্ধি,
যার আদি আছে কিন্তু
অন্ত নেই।

বীরস্তুতি। সূত্রকৃতাঙ্গ

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ

উপসর্গ—বিঘ্ন বা বাধা। প্রলোভনাদিও শ্রমণ জীবনের বাধা। সেগুলি অনুকূল উপসর্গ।

একত্ব ভাবনা—একাই এসেছি, একাই যেতে হবে, আমার কৃতকর্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে এই ভাবনা।

কষায়—যা আত্মাকে ক্লিষ্ট করে। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারটীকে কষায় বলা হয়।

গন্ধন জাতীয় সর্প—মন্ত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গন্ধন জাতীয় সর্প দষ্ট স্থান হতে বিষ আকর্ষণ করে নেয়। অগন্ধন জাতীয় সর্পকে অগ্নিতে দগ্ধ করলেও তা করে না। শ্রমণের অগন্ধন সর্পের মতো হওয়া উচিত। যে সংসার তিনি পরিত্যাগ (বমন) করে এসেছেন তার দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

গুপ্তি—কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। গুপ্তির উদ্দেশ্য দেহ, মন ও বাক্যের নিয়মন যাতে সেগুলি উন্মার্গে না গিয়ে সন্মার্গে প্রবর্তিত হয়।

পরিগ্রহ—সঞ্চয়, মমত্ববোধ।

মহাব্রত—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি মহাব্রত।

রজোহরণ—মোটা সুতোর সন্মার্জনী। শ্রমণেরা এই সন্মার্জনী দিয়ে বসবার বা চলবার আগে মাটি ঝাড় দিয়ে নেন যাতে ক্ষুদ্র জীব শরীর বা পায়ের চাপে পিষ্ট না হয়।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

সংবর—যে সমস্ত ক্রিয়ায় কর্মের আগমন নিরুদ্ধ হয় তাই সংবর। সংযম, শুভধ্যান, ইচ্ছা নিরোধ ইত্যাদি সংবর সাধনার অন্তর্গত।

সমিতি—সমিতি পাঁচটী: ঈর্যা, ভাষা, এষণা, আদান নিক্ষেপ ও উৎসর্গ। ঈর্যা অর্থাৎ পথ চলবার সময় সংযত হয়ে পথ চলা, ভাষা অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগে সংযত হওয়া, এষণা অর্থাৎ ভিক্ষা গ্রহণের সময় যথা নিয়ম ভিক্ষাগ্রহণ, আদান নিক্ষেপ অর্থাৎ কোন বস্তু তোলা বা রাখার সময় সতর্কতা ও উৎসর্গ অর্থাৎ মলমূত্র পরিত্যাগের সময় সাবধানতা। সমিতির উদ্দেশ্য কোন প্রকারে জীবকে কষ্ট না দেওয়া।

জ্ঞান-দর্শন-চারিত্র—এই তিনটীকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। দর্শন সেই তত্ত্বে শ্রদ্ধা। চারিত্র তদনুরূপ জীবন যাপন। এই তিনটির সাধনায় সিদ্ধি। এইটিই জিন প্রবর্তিত পথ।

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org

Serving JinShasan
047198
gyanmandir@kobatirth.org

Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org